ঊনিশশতকে মহিলা সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রিকার ক্রমবিকাশ

অশোক কুমার রায়

বলতে গেলে বঙ্গনারীর চমকপ্রদ কীর্তিগুলির তথা বাধা - বিপত্তি - নিন্দাবাদ ঠেলে তার অগ্রগতির বেশির ভাগই প্রায় শতবর্ষ পার হয়ে গেছে। তাঁদের সেদিনের সংগ্রাম আজ ইতিহাসে পর্যবসিত। তবে বাংলার গভর্ণরকে গুলি করা কি কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলি করা থেকে ইদানীংকালে উড়োজাহাজ চালানো বা গিরিশৃঙ্গজয় করার সংবাদ পেয়েও আমরা আর ততটা অবাক হইনা যতোটা অবাক হয়েছিল সেদিনের বাঙালী যখন পায়ে জুতো মোজা পরা মেয়েদের কলকাতায় বেধুন সাহেবের স্কুলে যেতে দেখে। ১৮৭৯ সালে বেথুন স্কুল থেকে দুটি কন্যা প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সেই সালে বেথুন স্কুল থেকে দুটি কন্যা প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সেইকন্যাদয়ের অভূত পূর্ব কীর্তিতে কলকাতা সহ সমগ্র বঙ্গদেশে তখন কি জয় জয়কার। কত পুরস্কার, কত অভিনন্দন। ইংরাজি-বাংলা সংবাদ পত্রে সে কি লেখা - লিখির ধূম! উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম বিশ - বাইশ বছর পর্যন্ত নারী শিক্ষার একটি শীর্ণ ধারা প্রবহমান ছিল সমাজের উচচ গিরি শৃঙ্গে; এর পরে তা' ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে সাধারণ্যের সমতলে। নারীজাগরণের সেই ক্ষীণ কয়েক দশকেই আমরা পেয়েছিলাম লিলিয়ন পালিত (প্রথম মহিলা ঈশান স্কলার), সরলা বালা মিত্র (হিন্দু ঘরের বিধবাযিনি ১৯০৭ সালে শিক্ষণ শিক্ষার জন্য বৃত্তি নিয়ে ইংলন্ড গিয়ে ছিলেন), তটিনীগুপ্ত (পরে দাস, যিনি বাংলা - বিহার উড়িষ্যার সম্মিলিত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ছিলেন এবং পরে এম.এ. পরীক্ষায় উচচ স্থান অধিকার করে বেধুন কলেজের অধ্যক্ষা হন) এই ধারায় তা ছাড়া ছিলেন কামিনী রায়, বি.এ., প্রিয়ংবদা দেবী, বি.এ., কুমুদিনী খাস্তগীর, বি.এ., সুজাতা বসু, এম.এড., ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, বি.এ., শান্তাদেবী, বি.এ., সীতা দেবী, বি.এ. ইত্যাদি আরো কত বিদূষী - বাংলার নারী জাগরণের ইতিহাসের কয়েকটি উজ্জ্বল নাম। কিন্তু এরই পাশাপাশি বিদ্যালয়ে ও গৃহে শিক্ষিতা সংখ্যায় বেশি না হলেও আমরা কিছু নারীকে পাই যাঁদের লেখনী শক্তি আমাদের বিস্মিত করেছে। পুষের পাশাপাশি তাঁরা শুধু লিখেই ক্ষান্ত হননি, অনেকে সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনায় অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

পূর্বে উল্লেখ করেছি বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে থেকেই দেশের সর্বত্র ক্রমশ নারীশিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। মহিলাদের সার্বিক কল্যাণসাধনে ক্রমেই পুষের পাশাপাশি মহিলারাও সরলভাষায় কবিতা, গল্প, তীর্থভ্রমণ ও শিক্ষা - সমাজ ভাবনা বিষয়কপ্রবন্ধ - আলোচনাদি পত্র - পত্রিকায় প্রকাশ করতে শু করেন। সেই সময় 'স্ত্রীপাঠ্য বিষয় সম্বলিত পত্রিকাও ক্রমশ দেখা দেয়। এগুলির মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' (আগষ্ট, ১৮৫৪) এবং উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত মাসিক 'বামাবোধিনী' পত্রিকা (আগষ্ট, ১৯৬৩) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত পাক্ষিক 'অবলা বান্ধব' (মে, ১৮৬৯) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রমেই মহিলাদের জ্ঞানার্জন স্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে এবং তাঁরা নিজেদের অধিকার, অভাব - অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন এবং এ বিষয়ের আলোচনার ভার তাঁরা নিজেরাই গ্রহণ করলেন। এভাবেই বাংলায় মহিলা সম্পাদিত সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হল।

আমরা এখানে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো কেবল মাত্র মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার আলোচনার মধ্যে। যদিও পত্রিকাগুলির ইতিহাস ও বিষয় সূচি আলোচনার যথেষ্ট পরিসর এখানে নেই; এমন কি সম্পাদিকাদের জীবন কথা ও নির্বাচিত সম্পাদকীয় পুনঃমুদ্রাণও সম্ভব নয়। তবে 'লিটল ম্যাগাজিন সংবাদ' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে যেটুকু আলোচনা করা গেল সংক্ষিপ্ত ভাবে হলেও তা' যদি কোন পাঠককের আরো পড়বার - জানাবার জন্যে আগ্রহ সংঞ্চার করে তবে নিশ্চয়ই এ' প্রয়াস সার্থক হবে।

‘বঙ্গমহিলা’ (১লা বৈশাখ, ১২৭৭/ এপ্রিল, ১৮৭০) পাক্ষিক পত্রিকা। সম্পাদিকা মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, খিদিরপুর -- কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এইটিই মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্ররূপে গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও বিনয় ঘোষ তাঁদের রচনায় উল্লেখ করেছেন।

‘মহিলাদের স্বত্ব’ প্রভৃতি আলোচনা ও সমর্থন করা পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল। পত্রিকায় সম্পাদিকা মোক্ষদানি মুখোপাধ্যায় (১৮৪৮ - ১৯৩০) ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ডব্লু, সি. বনার্জী) কনিষ্ঠা সহোদরা। এটর্নী গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর পিতা। মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। বহুবাজারের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ও সমাজ নেতা বিশ্বনাথ মহিলালের কন্যা ব্রহ্মময়ীর পুত্র শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় সঙ্গে মোক্ষদায়িনী দেবীর বিবাহ হয়। মোক্ষদায়িনীর স্বামী শশীভূষণ একজন কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান এবং উদারচরিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় যত্নে ও উৎসাহে মোক্ষদায়িনী দেবী জ্ঞানচর্চার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন। শশীভূষণ ছিলেন প্রথমে বীরভূমের সিউড়ীতে ও পরে ভাগলপুরে সরকারী উকিল। মোক্ষদায়িনীর রচনাবলীর অধিকাংশই অগ্রন্থিত হলেও বঙ্গদর্শন সহ শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্র গুলিকে ‘বনপ্রসূন’ কাব্যগ্রন্থের উচ্চসিত প্রশংসা প্রকাশিত হয় সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্রের কলমে। বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন, “লেখিকার বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি আছে এবং অনেক বিষয়ে তাঁর মত সকল উন্নত ও সুসংস্কৃত।” তাঁর আশি বছর বয়সে লেখা ‘কল্যাণ প্রদীপ’ গদ্যে ও কবিতায় সম্ভবতঃ তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রথম অংশে বাংলার বৈষ্ণবীযুগ”, ‘পতনোন্মুখ মুসলমানী যুগ; নব প্রবর্তিত ইংরেজি যুগ ও ‘ব্রাহ্ম সমাজ যুগ বিশ্লেষিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আছে তাঁর প্রিয় দৌহিত্র ড- কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়, অই. এম. এস. এর প্রথম মহাযুদ্ধে ইরাকে গিয়ে মৃত্যু স্মরণে এক অসামান্য কাব্য স্মৃতিকথা। ১৯২৮ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালে ৮২ বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন।

‘বঙ্গমহিলা’র সমালোচনা প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯২ শকাব্দ সংখ্যায় লেখা হয় “এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। জনৈকা হিন্দু স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলকাতা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদিকা আশা করেন, এখানি বঙ্গদেশে সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মুখপত্র স্বরূপ হইবে। স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এদেশে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে কয়েক সংখ্যক পত্রিকাতে যেমন স্ত্রী জনোচিত শান্তভাব প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্রসমাজে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।”

দ্বিতীয় পত্রিকার নাম ‘অনাথিনী’ (প্রকাশ কাল শ্রাবণ, ১২৮২/ জুলাই ১৮৭৫) প্রথম মহিলা পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বলে এটি বিদ্যোৎজন দ্বারা চিহিত। ‘অনাথিনী’ প্রথম সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এডুকেশন গেজেট ২৯ শ্রাবন, ১২৮২ লিখেছেন, “অনাথিনী (মাসিক) পত্রিকার সম্পাদনা করেন শ্রীমতী থাকমণি দেবী। পত্রিকাটি মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের বিশ্ববিনোদন যন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। পত্রিকাখানি স্ত্রী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদিগের অনল্প আাদের কারণ হইবে।”

একই সময়ের ভুবনমোহিনী দেবী সম্পাদিত বলে মুদ্রিত ‘বিনোদিনী’ পত্রিকা (বৈশাখ, ১২৮২/ এপ্রিল , ১৮৭৫) কে ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা বলে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে ভুবনমোহিনী দেবী নামের আড়ালে ভুবনমোহিনী প্রতিভার কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পত্রিকাখানি মহিলা পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বলা উচিত হবে না বলে আমরাও মনে করি।

‘হিন্দুললনা’ (পাক্ষিক) মাঘ, ১২৮৪ (ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭) ব্যারাকপুরের নবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়। হিন্দুললনার সমালোচনা প্রসঙ্গে ‘এডুকেশন গেজেট ১৮ ফাল্গুন, ১২৮৪ লিখেছিল “হিন্দুললনা এখখানি পাক্ষিক পত্রিকা এবং কোন হিন্দু ললনা কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক তিন টাকা। এই পত্রিকা প্রচারে পারগতা ও মতি হিন্দু সমাজের গৌরবের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই...।”

‘ভারতী’ (মাসিক) ১৯৮৪ সালের শ্রাবণ (জুলাই, ১৮৭৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পনায় ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় । প্রথম সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সহ ঠাকুর পরিবারের সদস্য ও তাঁদের বন্ধুরা ভারতীর

পৃষ্ঠাকে সমৃদ্ধ করেন। ১২৯০ সাল পর্যন্ত সাত বছর দক্ষতার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতী সম্পাদনা করলেও নেপথ্যে ছিলেন আরো অনেকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, কবি অক্ষয় চৌধুরী ও তাঁর সহধর্মিণী শরৎ কুমারী চৌধুরাণী এঁরা নিঃসন্দেহে সকলেই ছিলেন নেপথ্যের কারিগর বা ভারতীর কৃতিত্বের অংশীদার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরীদেবীর অকাল মৃত্য (৮ বৈশাখ, ১২৯১)র সঙ্গে সঙ্গে ভারতীর সম্পাদক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঘোষণা করেন "ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।"এরপর ভারতীর আকস্মিক ভাবেই প্রাণরক্ষা পায় -- যার আভাস আমরা পাই শরৎকুমার চৌধুরাণীর লেখায় ঃ "ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখতে পায়, যে বাঁধনে বাঁধা থাকে তাহার অস্তিত্ব কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এইবঁাধন। বাঁধন ছিড়িল, --- ভারতীর সেবকরা আর ফুল তোলেন না, ভারতী ধুলায় মলিন। সেই দুর্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন শক্তির পরিচয় দিলেন।" অর্থাৎ অষ্টম বর্ষ থেকে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অর্ধেক পর্যন্ত (বৈশাখ - আশ্বিন, ১৩৩৩) প্রায় সমস্ত সময়টাই সম্পাদনায় থেকেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর কন্যাদ্বয় হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী। এঁদের কার্যকলা যথাত্রমে নিম্নরূপ---

৮ম-৯ম বর্ষ (১২৯১ - ১২৯২ সাল) সম্পাদনা স্বর্ণকুমারী দেবী। ভারতী পত্রিকা।

১০ম -১৬শ বর্ষ (১২৯৩ - ১২৯৯ সালে) সম্পাদনা স্বর্ণকুমারী দেবী।। ভারতী পত্রিকা।

১৯শ-২১শ বর্ষ (১৩০২ - ১৩০৪ সাল) সম্পাদনা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী।

৩২শ - ৩১শ বর্ষ (১৩০৬ - ১৩১৪ সাল) সম্পাদনা স্বর্ণকুমারী দেবী।।

৪৮শ - ৫০শ বর্ষ)১৩৩১ - ১৩৩৩ সাল) আশ্বিন পর্যন্ত সম্পাদনা সরলা দেবী।

মাঝের ২২শ বর্ষ (১৩০৫ সাল বৈশাখ - চৈত্র) সম্পাদনা করেন রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।। (মাত্র এক বছর) এবং ৩৯শ - ৪৭ বর্ষ (১৩২২ - ১৩৩০ সাল) মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ নয় বছর সম্পাদনা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শীর্ষ ব্যক্তিত্বের প্রশ্রয়ে রচনা দানে 'ভারতী' চিরদিনই সৌভাগ্যশালী ছিল নিঃসন্দেহে। তবে একথা কখনও বিস্মৃত হবার নয় যে মহিলা সম্পাদিকা রূপে স্বর্ণকুমারী হিরন্ময়ী - সরলার সম্পাদনা পর্বে পত্রিকার সম্পাদকীয় সহ গুণমান কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি কোন সংখ্যায় একটুকুও। সম্পাদিকা ত্রয় তিনজনই ব্যক্তিগত জীবনে যেমন মাতা পুত্রী তেমনি ঠাকুরবাড়ীর বিস্ময়কর প্রতিভার উত্তরাধিকারিনী ছিলেন। প্রথম জন স্বনামধন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দশম সন্তান ও চতুর্থ কন্যা। সেকালে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার সে রকম সুব্যবস্থা না থাকলেও ঠাকুর পরিবারে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে মেয়েদের শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৮ সালে নদীয়ার এক জমিদার পরিবারের উচচশিক্ষিত দৃঢ়চেতা যুবক জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয়। ১৮৭৭ সালে অন্যতম বাংলা সাময়িক পত্র ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর জীবনে এক অক্ষয় কীর্ত্তি। ১৮৮৯ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে অল্প সংখ্যাক মহিলার অন্যতম রূপে। এই সময়ে তিনি কংগ্রেসের কাজে বিভিন্ন দায়িত্বে যুক্ত ছিলেন। নারী কল্যাণের উদ্দেশ্যে এপ্রিল, ১৮৮৬ প্রতিষ্ঠা করেন 'সখি সমিতি' --- নিপায় বিধবা ও বালিকাদের শিক্ষা দেন স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্যে। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য সেবার ফসল অধিক না হলেও নিঃসন্দেহে উচচাঙ্গের। উপন্যাস স্নেহলতা, ফুলের মালা, কাহাকে; নাটক রাজকন্যা, দিব্যকলম; কাব্যগ্রন্থ গাথা, বসন্ত উৎসব, গীতিগুচ্ছ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্মৃতি পদক দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি বহু গান রচনা করেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টি তাঁর প্রতিভার আর একটি দিক। তাঁর প্রবন্ধগুলি'পৃথিবী' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। ১৯৩২ সালের ৩রা জুলাই তাঁর লোকান্তর হয়।

স্বর্ণকুমারীর পর 'ভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর কন্যাদ্বয় যথাত্রমে হিরন্ময়ী দেবী (১৮৭০-১৯২৫) ও সরলা দেবী (১৮৭২ - ১৯৪৫) পত্রিকার মান অক্ষুন্ন রেখে। বেথুন স্কুলের ছাত্রী থাকার সময়ে 'সখা' পত্রিকায় নিয়মিতই কবিতা লিখে পাঠাতেন হিরন্ময়ী দেবী। ভারতী পত্রিকার প্রয়োজনে তাঁকে লিখতে হয়েছে। মাতার প্রতিষ্ঠিত সখী সমিতির কর্ত্রী ছিলেন। এই সমিতি একবার লুপ্ত হবার উপত্রম হলে তিনি নিজ সঞ্চিত অর্থের উপর

নির্ভর করে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিধবা শিল্পাশ্রম খুলে সমিতিকে পুনর্জ্জীবিত করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই মাত্র ৫৫ বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত হয়।

সরলা দেবীও ছিলেন বেথুন স্কুলের ছাত্রী। কবি কামিনী রায় (সেন), লেডী অবলা বসু (দাস) তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রাস, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজিতে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ঝিবিদ্যালয়ের পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন। ফারসী ও সংস্কৃত ছাড়া তিনি ফরাসী ভাষা ভাল জানতেন। সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। মহিলাদের মধ্যে তলোয়ার ও লাঠি লেখার প্রচল করেন। তাঁর রচিত একশো টি জাতীয় সঙ্গীতের সংকলন 'শতগান' নামে প্রকাশিত হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেত্রীরূপে বাঙালীদের মধ্যে তিনি এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় 'ভারত শিক্ষাসদন' স্থাপন করেন। রাজনৈতিক জীবনে লালা লাজপত রায়, গোখলে, তিলক ও গান্ধীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট ৭৩ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন।

'পরিচারিকা' (মাসিক) ১২৮৫ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ/ ৮মে, ১৮৭৮। প্রথম সম্পাদক ছিনেল ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কয়েক বছরের মধ্যেই আর্থিক লোকসানের তথা পরিচালন জনিত ত্রুটিতে পত্রিকাটি বন্ধ হওয়ার উপত্রম হলে 'পরিচালিকা'র পালনভার পড়ে আর্যনারী সমাজের উপর। এই সমিতির পক্ষ থেকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ মোহিনী দেবী পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। মোহিনী দেবী (১৮৬০-১৮৯০) চট্টগ্রামের খ্যাতনামা চিকিৎসক অন্নদাচরণ খাস্তগীরের কন্যা ছিলেন। আরাকান ফিমেল স্কুলে পড়ার পর কলকাতায় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের গৃহে থেকে উচচ শিক্ষা লাভ করেন। নেটিভ লেডিজ নর্মাল অ্যাণ্ড অ্যাডাল্ট স্কুলের প্রথম শিক্ষয়িত্রীদের তিনি অন্যতম। কেশবচন্দ্রের দৈনিক প্রার্থনা'র অনুলেখক ছিলেন। চিত্রাঙ্গন ও পিয়ানো বাজনায় দক্ষতা ছিল।

'পরিচারিকা' সম্পাদনায় মোহিনীদেবী প্রতাপচন্দ্র অনুসৃত এই স্ত্রী পাঠ্য পত্রিকাটিকে একটি যথার্থ উচচমানের সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপযোগী তথা আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'সুলভ সমাচার' ও 'কুশদহ' ২৯শে জুলাই, ১৮৮৭ তারিখের পত্রে যে মন্তব্য করেন এখানে তার কিছুটা দেওয়া হল --- "আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, 'পরিচারিকা' কাগজখানি পুনরায় বামাগণের পরিচর্যায় বিশেষ রূপে উৎসাহিত হইয়াছেন। প্রথমাবস্থায় যিনি ইহার অধিকাংশ লেখা লিখিতেন তিনিই এক্ষণে সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত দুইবারের নমুনা যাহা দেখা গেল তাহা আশা জনক। স্ত্রীলোকদের জন্য পত্রিকা, স্ত্রী - লোক দ্বারা প্রচারিত হয় ইহা অপেক্ষা আাদের বিষয আর কি আছে? বামাকুলহিতৈষী মহাশয়ারা এরূপ সুচি সম্পন্ন জাতীয় স্বভাবের পক্ষপাতী আর্য্যগুণ বিশিষ্ট পত্রিকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।"

মাত্র ৩৪ বছর বয়সে মোহিনীদেবীর আকস্মিক মৃত্যুর (৬ইমে, ১৮৯৪) পর মহাত্মা কেশবচন্দ্রের কন্যা মহারাণী সুচাদেবী (ময়ুরভঞ্জ) কিছুদিন 'পরিচারিকা' দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন। তিনি অবসর গ্রহণ করলে তদীয় চতুর্থ সহোদরা মণিকাদেবী সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। সর্বমোট ২৮ বছর প্রকাশিত হওয়ার পর নানা কারণে 'পরিচারিকা' অবশেষে বন্ধ হয়ে যায়।

১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রায় আনুমানিক ৮/১০ বছর পরে অগ্রহায়ণ মাসে কুচবিহারের রাণী নিপমা দেবী সচিত্র আকারে 'পরিচারিকা'র নবপর্যায় প্রকাশ করেন। এর প্রথম সংখ্যায় পূর্বকথা'র উল্লেখ আছে নিম্নোক্ত রূপে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহার প্রবর্তক এবংতিনিই ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন...। কিছু কাল পরে ইহা আর্যনারী সমাজের মুখ্য পত্রিকা রূপে বাহির হয়। তখন ইহার সম্পাদনের ভার ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু মোহিনীদেবীর উপর পড়ে। তিনি বিদুষী ও সুলেখিকা ছিলেন; কর্মের বোঝা নামাইয়া সংসারের নিকট যখন তিনি ছুটি লইলেন, তাঁহার অতি সাধের 'পরিচারিকা' ও তখন কর্ণধারহীন তণীর ন্যায় কিছুকাল ভাসিয়া বেড়াইয়া কালসাগরে ডুবিয়া গেল।"

কুচবিহার থেকে প্রকাশিত নবপর্যায় 'পরিচালিকা' বহুদিন চলেছিল বলে জানা গেলেও সঠিক কি কারণে পত্রিকা প্রকাশ চিরতরে বন্ধহয়ে যায়, তা জানা যায় না।

'খ্রীষ্টিয় মহিলা' মাসিক পত্রটি জানুয়ারি, ১৮৮৯ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি কুমারী কামিনী শীল সম্পাদনা করেন অখিল ভারত খ্রীষ্টিয় যুব মহামন্ডল (মহিলা শাখার পক্ষে। এই পত্রিকায় মহিলাদের রচিত সহজবোধ্য গদ্য - পদ্য রচনা স্থান পেত। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে এপ্রিল 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকা লিখেছে, "খ্রীষ্টিয় মহিলা' পত্রিকাটিতে যে সব স্ত্রীলোক

প্রবন্ধাদি লেখেন, প্রবন্ধগুলি পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে তাঁহারা সুশিক্ষিতা। এক একটি পদ্য প্রবন্ধ অতি সুন্দর লেখা হয়।"

'বঙ্গবাসিনী'। মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর উত্তর কলকাতার টালা অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে এই সাপ্তাহিক পত্রিকিাটি দুই ফরমা, ডিমাই এক শিট, উত্তম কাগজে উত্তম ছাপায় প্রতি মঙ্গলবার প্রাতে প্রকাশিত হয়েছিল। ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য শহরে দেড় টাকা, কলকাতার বাইরে দু টাকা চার আনা। লেখিকাগণের মধ্যে মোক্ষদাসুন্দরী রায়, সরোজিনী গুপ্ত, নিস্তারিণী দেবী, শিবসুন্দরী দে, কৃষ্ণ কামিণী মিত্র, থাকমণি ঘোষ, সৌদামিনী গুপ্ত, আমোদিনী ঘোষ, অনুপমা দেবী, কুসুম কামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদমুখী দেবী, তরঙ্গিণী ঘোষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞপ্তিটিতে আরও লেখা ছিল --- "এইসকল বঙ্গমহিলাগণ কর্তৃক লিখিত বঙ্গবাসিনী আগামী আশ্বিন মাস হইতে সাধারণের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইবে। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং দেশীয় বাঙ্গালা, ইংরেজি, সংস্কৃত ও বিলাতী ভাল ভাল সংবাদপত্র হইতে নানাবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধের সারভাগ উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করা হইবে।...বঙ্গ বাসিনীর প্রধান উদ্দেশ্য অশিক্ষিত লোক শিক্ষার প্রধান উপায়, আরও ইহাতে কয়েক জন সুশিক্ষিতা রমণী লিখিবেন, নানা কারণ বশত তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হইল না। গিরীন্দ্রলাল দাস ঘোষ কার্য্যাধ্যক্ষ। কলিতাতা। সুবার্বণ টালা, ২নং বঙ্গবাসিনী কার্যালয়। তর পর বঙ্গবাসিনী প্রকাশিত হলে ১ম সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে এডুকেশন গেজেট ৩০শে নভেম্বর তারিখে লেখেন --- "বঙ্গবাসিনী ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা (সাপ্তাহিক পত্রিকা) স্ত্রীলোক কর্তৃক (তরঙ্গিণী ঘোষ?) সম্পাদিত (বলে পত্রিকায় মুদ্রিত হয়)। পত্রিকার প্রথম থেকে শেষ কোন সংখ্যাই নাম মুদ্রিত হয়নি। বঙ্গবাসিনীগণের হিতোদ্দেশ্যে সম্পাদিত। স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া ইহার ভাষাদিগত কোন দোষ নাই। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই উত্তম হইয়াছে।"

'সোহাগিনী' মাসিক পত্রিকা প্রকাশকাল বৈশাখ ১২৯১ (এপ্রিল, ১৮৮৪ খ্রী) 'সোহাগিনী' সম্পাদনা করেন কৃষ্ণ রঞ্জিনী বসু এ শ্যামাঙ্গিনী দে। প্রকাশক হৃদয়লাল শীল; কার্যালয় ১নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'বালক' সচিত্র শিশু মাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১২৯২ (এপ্রিল, ১৮৮৫) সম্পাদক জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫১ - ১৮৪১) প্রথম ভারতীয় আই.সি.এস. সত্যেন্দনাথ ঠাকুরের পত্নী। 'বালক' পত্রিকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, "বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজ বউ ঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধ মাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।"

এক বছর চলবার পর 'বালক' ভারতীর সঙ্গে যুক্ত হয়। অর্থাৎ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ থেকে ভারতীর নব নামকরণ হয় 'ভারতী ও বালক'। এইভাবে 'বালক' তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শেষ পর্যন্ত। 'ভারতী ও বালক' সম্পাদনা করেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

'বিরহিণী'মাসিক পত্রিকা। প্রকাশ কাল আশ্বিন, ১৩০৪ (অক্টোবর, ১৮৮৮) পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন সুশীলাবালা দেবী। স্বত্ত্বাধিকারী বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, কার্যালয় ১৭, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জি লেন, কলকাতা। পত্রিকাটিকে প্রধানত গল্পের পত্রিকা বলা যায়।

'পুণ্য' সচিত্র মাসিক পত্রিকা। প্রকাশ কাল আশ্বিন, ১৩০৪ (অক্টোবর, ১৮৯৭) সম্পাদিকা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছে -- "এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গৃহস্থের এবং মানব মাত্রেরই সর্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই থাকিবে। গার্হস্থ্য ধর্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিরও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে।"

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী ৩য় বর্ষ (১৩০৭ - ৮) পর্যন্ত পুন্য সম্পাদনা করেছিলেন। অসমীয়া সাহিত্যের নবযুগের অন্যতম প্রবর্তক লক্ষ্মীনাথ বেজবয়ার সঙ্গে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ) প্রজ্ঞাসুন্দরীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ একটি সোনার কলম দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন লক্ষ্মীনাথকে -- ''তোমার এই কলম দিয়ে সুনিপুণ লেখা বেরোবে।'' মহর্ষির আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়নি। অসম সাহিত্যে নবযুগ আসে লক্ষ্মীনাথের রচনায়। প্রজ্ঞাসুন্দরীরও বহু লেখা প্রকশিত হয় পুণ্য পত্রিকায়। বিশেষ করে বাংলার রন্ধন প্রণালীকে সর্বপ্রথম একটি শিল্পে উন্নীত করে যে সব মৌলিক চিন্ত াভাবনা অপূর্ব ব্যঞ্জনায় পুণ্যের পৃষ্ঠায় পরিবেশন করেন তা শুধু অনবদ্য নয় তাঁকে এ বিষয়ে পথিকৃৎ বলা চলে। তিনিই ব াঙালীর ভোজসভায় ভোজ্যতালিকাকে বাংলায় ত্রমণী (মেণু কার্ড) রচনার প্রবর্তন করেন। তাঁর রচিত ত্রমণীগুলিও ছিল যেন সাহিত্য রসসিক্ত এক একটি কবিতা। রান্নায় নতুন নতুন পদ (রেসিপি) আবিষ্কারের যেমন ছিল তাঁর সহজাত প্রতিভা তেমনি রান্না আলোচনা সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিভাষাও অনেক সৃষ্টি করেছিলেন যা' আজ আমাদের লেখনীতে গৃহীত হয়ে গেছে। প্রজ্ঞা সুন্দরী যেমন ছবি এঁকেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা'য় অভিনয় ও করেছেন। তাঁর আঁকা অনেক ছবি পুণ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মা নীপময়ী দেবীও ভালছবি আঁকতেন। তাঁর আঁকা 'হরপার্বতী'র ছবি পুণ্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। প্রজ্ঞা সুন্দরীর ভাই বোন সকলেই ছিলেন অশেষ গুণী তাই এই পুণ্যের পৃষ্ঠায় সবাইকেই পাওয় া যায়। বড় বোন প্রতিভা দেবীর সঙ্গীত নিয়ে বহু তথ্যবহুল মূল্যবান প্রবন্ধ- স্বরলিপি যেমন প্রকাশিত হয় তেমনই ছোট বে ান মনীয়া দেবী পুণ্য পত্রিকায় সেলাইয়ে শিল্প বৈচিত্র্য শিখিয়েছেন চিত্রসহ। ভাই হিতেন্দ্রনাথও পুন্য পত্রিকায় বেশ কিছু ভ াল প্রবন্ধ কথিকা লিখেছেন দেখা যায়। সুনৃতা ও সুদক্ষিণা প্রজ্ঞাসুন্দরীর অপর কনিষ্ঠা ভাগিনীদ্বয়ও লিখেছেন পুণ্য পত্রিক ায়। ঠাকুরবাড়ির লেখকদের পাশাপাশি প্রতি সংখ্যায়ই কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে প্রতিষ্ঠিত লেখকদেরও।

'অন্তঃপুর' মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশ ১৩০৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (জানুয়ারি ১৮৯৮) সম্পাদিকা ছিলেন বনলতা দেবী। স্বনামধন্য মনীষী, লেখক, ও সমাজ সংস্কারক সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বনলতা দেবীর পিতা। 'অন্তঃপুর' কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারা লিখিত ও পরিচালিত। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য স ম্পর্কে বলা হয়েছে ''আজকাল মাসিক পত্রিকার অভাব নাই, রমণীদিগের উপযোগী পত্রিকা ও কয়েকখানা সুন্দর রূপে পরিচালিত হইয়া রমণীদিগের উন্নতির সহায়তা করিতেছে। আমরাও আজ ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া রমণীদিগের ও তাহাদের সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের জন্য একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি। অন্যান্য খ্যাতনামা পত্রিকার সহিত প্রতিযোগিতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সেরূপ দুঃসাহসও নাই। কেবল রঙ্গরমণীদিগের উন্নতিকল্পে আমাদের যৎসাম ান্য শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইব এই আশা।''

'অন্তঃপুর' দ্বিতীয় বর্ষ থেকে সচিত্র মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। তৃতীয়বর্ষের শেষে বনলতা দেবী মৃত্যুর পর যাঁরা এই পত্রিকাখানি সম্পাদনা করেছিলেন, তাঁদের নাম ও কার্যকাল--

চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা মাঘ, ১৩০৭ থেকে সপ্তম বর্ষ , পঞ্চম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩১১ --- কুমুদিনী মিত্র।

সপ্তম বর্ষ ষষ্ঠসংখ্যা আশ্বিন ১৩১১ থেকে সপ্তম বর্ষ, দশম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১১ -- লীলাবতী মিত্র।

সপ্তম বর্ষ ১১শ ১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন - চৈত্র, ১৩১১ থেকে অষ্ট বষা ১মে সংখ্যা বৈশাখ ১৩১২ -- সুখতারা দত্ত।

'মুকুল' (সচিত্র মাসিক পত্র) ১৩০২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (জুলাই, ১৮৯৫) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের উপযোগ বালক - বালিকাদের জন্য প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত লেখক ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)। ইতিপূর্বে প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় 'সখা' মাসিক পত্র (১৮৮৩) প্রকাশিত হলেও বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে সার্বিক ভাবে মুকুল ই যথার্থ বালক বালিকাদের জ্ঞান মনোরঞ্জন সমর্থ হয়। পঞ্চাশ বর্ষ পর্যন্ত পণ্ডিত শিবনাথের সম্পাদনায় যে উচচমানের পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ৬ষ্ঠ ১ম সংখ্যা থেকে তার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন শিবনাথ তনয়া হেমলতা দেবী (১৮৬৮ - ১৯৪৩) তাঁর সুদীর্ঘ ১৬ বছর সম্পাদনা কাল মুকুলকে কে অসামান্য গৌরবে খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত করে স্বামী খ্যাতনামা চিকিৎসক বিপিনবিহারী সরকার।বিয়ের পর স্বামীর কর্ম ক্ষেত্রে নেপালের কাঠমাণ্ডতে বসবাস করেন। এইসময়ে তাঁর রচিত নেপালে বঙ্গনারী' গ্রন্থটি প্রকশিত হয়। স্বামীর পরবর্তী কর্মকেন্দ্র দা র্জিলিঙে বাসকালে সেখানে মহারাণী গার্লস্ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রথম নির্বা চিত মহিলা সদস্য । রচিত অন্যান্য গ্রন্থ ভারতবর্ষের ইতিহাস; তিববতে তিন বছর; আচার্যশিবনাথ শাস্ত্রী জীবন কথা প্রভৃতি। বিজ্ঞানী বিজলীবিহারী সরকার তাঁর পুত্র ছিলেন।

২৩ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩২৪ (মে, ১৯১৮) থেকে ২৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ (জুলই, ১৯১৯) শেষ সংখ্যা পর্যন্ত (মোট ১৬টি সংখ্যা) সম্পাদনা করেন লাবণ্য প্রভা সরকার (১৮৬৭-১৯১৯)। জন্ম রাটী খাল ঢাকা। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু। অগ্রজ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। স্বামী আচার্য হেমচন্দ্র সরকার মুকুলের লেখক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ আনন্দমোহন বসুর দৈনিক জীবনী' দুই খণ্ড, 'শ্রদ্ধায় স্মরণ' (১৩১৯ বঙ্গাব্দ), মাতা ও পুত্র স্মৃতিকথা, নীতিকথা,, কবি ও কাব্যের কথা প্রভৃতি। সমকালীন সাময়িক পত্রিকা সমূহে তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

দীর্ঘ ১৫ বছর পর মুকুলের অন্যতম হিতাকাঙ্খী ও সুলেখিকা শকুন্তলা দেবীর উদ্যোগে --- সম্পাদনায় নবপর্যায়ে 'মুকুল' প্রকাশিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ (২৪টি সংখ্যা) সম্পাদনার পর তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে চতুর্থ দশ বর্ষ নবম সংখ্যা (দ্বিতীয় পর্যায়ের মুকুলের শেষ সংখ্যা)। সম্পাদনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সুলেখিকা বাসন্তী চক্রবর্তী (১৮৮৪ - ১৯৬৫)। পিতা 'সঞ্জীবনী' সম্পাদকখ্যাতনামা দেশনায়ক কৃষ্ণকুমার মিত্র। মাতা লীলাবতী ছিলেন মনীষী রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। বাসন্তী চক্রবর্তী (মিত্র) বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. (অনার্স) ইংরাজিতে মহিলাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ঝিবিদ্যালয়ের থেকে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথ ও সে যুগের অন্যান্য মণীষীদের সঙ্গে পরিচিত হন। রসায়নবিদ্ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। আকাশবাণী কলিকাতার মহিলা মহল অনুষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন। বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা ছড়িয়ে আছে, যা আজও গ্রন্থ বদ্ধ হয়নি। রচিত গ্রন্থ 'শ্রীশু ও দক্ষিণাত্য তীর্থ দর্শন; কুমুদিনী বসু প্রভৃতি।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার পরিচয় সংক্ষেপে এখানেই শেষ হল। যদিও এইসব পত্রিকায় পুষের পরিচালিত পত্রিকায় আদর্শ অল্প হলেও ছায়াপাত করেছে বিশেষ করে যেগুলি সূচনায় পুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সম্পাদিত হয়েছিল। তবে প্রথম থেকেই অথবা পরবর্তীকালে মহিলাদের দ্বারা সম্পাদিত - পরিচালিত হয়েছিল যে সব পত্রিকা সর্বত্রই নারীর প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর তৎকালীন নারী সমাজের প্রতিবাদ - অভাব - অভিযোগ - কর্তব্যের কথা ভাববার মত করে সমাজকে জানিয়েছে পত্রিকাগুলি। তবে ইইতিহাস আলোচনায় যেমন পত্রিকাগুলির আদ্য - প্রান্ত বিশ্লেষণের সুযোগ নেই তেমনি বিশ শতকের মহিলা সম্পাদিত পত্র - পত্রিকায় যে দাবী সোচ্চার হতে লাগল তা' যে উনিশ শতকেরই উত্তরাধিকার, এ বিষয় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ পরবর্তীকালের শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত নারী মুখর হয়েছে সমান মর্যাদা, সমান অধিকারের দাবীতে। সামাজিক সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র বাঙালীমেয়েদের সমগ্র সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ইতিহাস লিখতে গেলে উদঘাটিত হবে মহিলা সম্পাদিকাদের তথা পত্রিকার ইতিহাস। সে কাজের ভার ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের দিয়ে এখানে আমরা এ'প্রসঙ্গ শেষ করলাম।